৪ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা ২৬ এপ্রিল ২০০২/১৪ বৈশাখ ১৪০৯

এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে চারদলীয় জোট ক্ষমতায় এসেছে। নির্বাচনের পূর্বে প্রায় প্রতিটি জনসভায় জোটনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল জরিপের ফলাফল তুলে ধরেছেন। দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ার জন্য দেশবাসীর কাছে ভোট চেয়েছেন। জনগণ তার আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে ১ অক্টোবরের নির্বাচনে বিগত সরকারের সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। জয়ী হয়েছে চারদলীয় জোট। অথচ জোট সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই জগণের মোহভঙ্গ হতে লাগলো। জোটের নেতা-কর্মীরা মেতে উঠলো দখলের প্রতিযোগিতায়। সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। এখন পুলিশের হিসাব অনুসারে প্রতিদিন খুন হচ্ছে গড়ে দশ জন। সন্ত্রাসের দায়ে এতোদিন সরকার অভিযুক্ত হলেও দুর্নীতির অভিযোগ তুলতে পারেনি বিরোধীদল। জোটনেত্রীকে এই পদকটি এনে দিলো নৌপরিবহন মন্ত্রী কর্নেল (অবঃ) আকবর। স্বাধীন বাংলার ইতিহাসে প্রথম একটি দূতাবাস প্রকাশ্যে একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুললো।

সাপ্তাহিক ২০০০ প্রায় এক মাস আগে গোপন সূত্র থেকে জানতে পারে দুর্নীতির জন্য ডেনমার্ক সরকার বিআইডব্লিউটিসিকে দেয়া অনুদান ১৪৪ কোটি টাকা তুলে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। অতীতের আওয়ামী সরকারের মতোই এ সরকারও রিপোর্টটির গুরুত্ব দেয়নি। ফলে বড় ধরনের খেসারত দিতে হলো জোট সরকারকে। সর্বোপরি দেশকে। বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কনসালটেশন বৈঠকে অংশ নিতে এসেছিলেন ডেনমার্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আন্ডার সেক্রেটারি পিটার লিশলট। দেশে ফিরে যাবার আগে ১৩ এপ্রিল একটি সংবাদ সম্মেলন করেন। তিনি এ সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রীর দুর্নীতির কারণে ডেনমার্কের দেয়া অর্থ সাহায্য প্রত্যাহারের ঘোষণা প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে তিনি মানবাধিকার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, ন্যায়পাল, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি ধীর অগ্রগতিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

জোট সরকার ক্ষমতায় এসেছে মাত্র ছয় মাস। কোনো সরকারের জন্য প্রথম ছয় মাস খুবই কম সময়। এরই মধ্যে সব কিছু বাস্তবায়িত হবে এমন আশা জনগণ করে না। তবে সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আন্তরিকহীনতা, সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তহীনতা দেখে ক্রমেই জনগণ হতাশ হয়ে পড়ছে। কর্নেল আকবর দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত কিনা ভবিষ্যৎ তদন্তে পরিষ্কার হয়ে উঠবে। তবে তার আচরণ ডেনিশ দূতাবাসকে এই ধরনের অভিযোগ উত্থাপনের সুযোগ করে দিয়েছে। একটি রক্তস্নাত যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা স্বাধীন হয়েছি। নৌপরিবহন মন্ত্রী কর্নেল আকবরের বিরুদ্ধে উত্থাপিত দূতাবাস কর্তৃক দুর্নীতির অভিযোগ আমাদের জন্য সত্যিই বেদনাদায়ক। এদেশের গণতন্ত্রকামী ভুক্তভোগী জনগণ আশা করে, দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে ক্ষমতায় এসে নিজেরাই নিমজ্জিত হবে না দুর্নীতিতে। নির্বাচনের আগে দেয়া প্রতিশ্রুতি সরকার ভুলে যাবে না।

*প্রচ্ছদের কার্টুন : রফিকুন নবী*